● শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে প্রাচ্য – পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব ● (Educational Controversy between the Anglicists and the Orientalists) মেকলের মন্তব্য (Macaulay's Minute)

● **বিষয় সংকেত ঃ** ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের অর্থ – মেকলে কর্তৃক এর মীমাংসা – ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য – প্রাচ্যবাদী দ্বন্দ্বের কারণগুলো সেই দ্বন্দ্ব মীমাংসার ক্ষেত্রে লর্ড মেকলের ভূমিকা পালন।

● **ভাষা বিতর্কের সূচনা ঃ** ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'General Committee of Public Instruction" (G.C.P.I) নামে বাংলাদেশে একটি শিক্ষা সংস্থা গঠিত হয়েছিল। সনদ আইনে বরাদ্দ ১ লক্ষ টাকার যথাযথ সদ্ব্যবহারের দায়িত্ব এই কমিটির হাতে দেওয়া হল। উক্ত সমিতির সদস্যগণ প্রথমদিকে প্রাচ্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁরা প্রাচ্য শিক্ষার উন্নয়নেই মন দিয়েছিলেন। ভারতে তখন ইংরাজী শিক্ষার স্বপক্ষে এক ক্রমবর্ধমান জনমত গড়ে উঠেছিল। নানা কারণে ইংরাজী শিক্ষার চাহিদা যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন কমিটির সদস্যরা সমান দু'ভাগে বিভক্ত হলেন। ভাষার মাধ্যমে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন H. T. Prinsep এবং Wilson প্রভৃতি কোম্পানীর তরুণ কর্মচারীরা। কমিটির ভিতরের সদস্যগণ ভাষার মাধ্যম সম্বন্ধে পৃথক মত পোষণ করায় একদল 'প্রাচ্য পন্থী (Orientalist) এবং আর একদল 'পাশ্চাত্য পন্থী (Occidentalist) নামে দুটি দলে বিভক্ত হলেন। এই দ্বন্দ্ব ক্রমে এতই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে সমিতির কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

এ সময় ভারতের বড়লার্ট ছিলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে লর্ড মেকলে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের আইন সদস্য হিসাবে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। লর্ড বেন্টিঙ্ক লর্ড মেকলের উপর এই বিতর্কের নিষ্পত্তির ভার দেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁকে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইনের ৪৩নং ধারাটির এক আইন সঙ্গত ব্যাখ্যা করে এই বিরোধের মীমাংসা করতে অনুরোধ করলেন।

● **মেকলের বিবরণী (১৮৩৫ খৃঃ) ঃ** তৎকালীন বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হয়ে লর্ড মেকলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে যে দীর্ঘ বিবরণী (Minute) প্রকাশ করলেন তা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক বিবরণী বলে পরিগণিত হয়ে আছে। (মেকলে সাহেবের মিনিট)। মেকলে সাহেবের মিনিটে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব বলিষ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিল।

লর্ড মেকলের বিবরণীর প্রধান বক্তব্যগুলি ছিল (১) ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দিতে হবে (২) পুরনো অকেজো দেশীয় বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দিতে হবে (৩) নতুন যুগের নতুন শিক্ষার উপযুক্ত স্কুল কলেজ খুলতে হবে। মেকলে সাহেব তাঁর ঐতিহাসিক বিবরণীতে সর্বপ্রথমে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইনের ৪৩নং ধারার ব্যাখ্যা করেছিলেন।

(ক) তাঁর মতে 'সাহিত্য' বলতে ইংরেজী সাহিত্যের কথা বোঝায়, 'শিক্ষিত ভারতবাসী' বলতে সেই ভারতবাসীর কথা বলা হয়েছে যাঁরা লক সাহেবের দর্শন, মিলটন সাহেবের কবিতা পাঠে আগ্রহ দেখিয়েছেন। 'বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার' বলতে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান অনুশীলন করার কথাই বলা হয়েছে।

(খ) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মেকলে তিনটি ভাষার (ভারতীয়দের আঞ্চলিক বা মাতৃভাষা, সংস্কৃত অথবা আরবী, ক্লাসিক্যাল ভাষা, ইংরেজী ভাষা) মধ্যে কোন্‌টি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উপযুক্ত হতে পারে তার আলোচনা করেছিলেন।

● **মেকলের মিনিট ঃ** দেশীয় বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে মেকলে বলেন যে ঐসব পুরানো, অকেজো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আশু বিলুপ্তিই বাঞ্ছনীয়। প্রাচ্য ভাষা সম্পর্কেও তাঁর অভিমত খুব বিরূপ ছিল এবং এ সব ভাষাসমূহকে তিনি অকর্মণ্য, প্রাণহীন, উদ্ভট এবং কলুষতাপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছিলেন ও ইংরেজীর গুণগানে তিনি মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি ঘোষণা করলেন সংস্কৃত ও আরবী ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন, অপ্রয়োজনীয় ও অকেজো। তিনি স্পর্ধাভরে বলেছিলেন 'ভারতবর্ষ ও আরবের সমগ্র সাহিত্য ভাণ্ডারটি ইউরোপের কোন ভাল গ্রন্থাগারে সংগৃহীত মাত্র একটি সেলফে রাখা পুস্তকাবলীর পাশে সমমর্যাদায় দাঁড়াতে পারে না।

"A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia".

● **ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার পক্ষে যুক্তি ঃ** তিনি ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখিয়েছিলেন। মেকলে লিখেছিলেন যে (১) ইংরাজী ভাষা পাশ্চাত্য ভাষা সমূহের মধ্য প্রধান। (২) গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা যেমন ইংরাজী ভাষার সমৃদ্ধির মূলে ছিল তেমনি ইংরাজী ভাষা ভারতীয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে। (৩) ইংরেজী ভাষা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চাবিকাঠি। পাশ্চাত্য দেশে ইংরাজী ভাষা যথেষ্ট জনপ্রিয় । (৪) ইউরোপে গ্রীস - রোমের বিদ্যা যেমন রেনেসাঁস এনেছিল, ইংরাজী ভাষা ভারতে তেমনি নব জাগরণ আনবে। (৫) এই ভাষার মাধ্যমে পশ্চিম দেশীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতবাসী ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে উঠবে। (৬) ইংরাজী শাসক শ্রেণীর ভাষা, ইংরাজী ভাষা না শিখলে ভারতবাসী সরকারী কাজকর্মেও অংশগ্রহণ করতে পারবে না। (৭) অদূর ভবিষ্যতে এই ভাষা প্রাচ্য সমুদ্র তীরে বানিজ্যিক ভাষারূপে পরিগণিত হবে। (৮) পরীক্ষামূলকভাবে দেখা

গেছে ভারতবাসীরা সংস্কৃত অথবা আরবী অপেক্ষা ইংরাজীকে অধিক পছন্দ করেন। (৯) ইংরাজী ভাষা চর্চার দ্বারা এদেশে যেমন শিক্ষক তৈরী হতে পারে, তেমনি দেশীয় ভাষাও সমৃদ্ধ হতে পারে এবং পরিণামে দেশীয় ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে। (১০) মেকলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা ব্যাপারে পরিশ্রুত মতবাদে Downward Filtration theory) বিশ্বাসী ছিলেন। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে যে সব ভারতবাসী উচ্চ শিক্ষা লাভ করবেন তাঁরা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করে নিজেদের দায়িত্বেই অন্যান্য ভারতবাসীর শিক্ষা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন। "Education was to permeate the masses from above. Drop by drop the Himalayas of Indian life useful information was to trickle downward, forming in time a broad and stately stream to irrigate the thirsty plains" (১১) ইংরাজী শিক্ষার ফলে এদেশে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হবে যাবা বর্ণে ও রক্তেই শুধু ভারতীয় থাকবে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ (... a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, opinion and intellect.") । এঁদের মধ্য থেকেই শিক্ষা নীচের দিকে নেমে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

● **মেকলের মিনিটের সমালোচনা ঃ** ইংরাজী শিক্ষা সম্পর্কে বিখ্যাত মন্তব্যের জন্য মেকলে স্বদেশী এবং বিদেশী সকলের কাছ থেকে সমভাবে প্রশংসা লাভ করেছেন। উচ্ছ্বাস বশে কেউ কেউ তাঁকে ভারতের পুনরুজ্জীবনের পথ প্রদর্শক রূপে (Torch bearer in the path of progress) অভিহিত করেছেন। আবার কেউ তাঁকে ভারতীয় ভাষা সমূহের উন্নতির সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছেন বলে দায়ী করেছেন। ভারতীয় ধর্ম, ভাষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির সম্পর্কে মেকলে বহু অপমানসূচক উক্তি করেছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি সর্ম্পকে তাঁর ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জন্য কেউ বা তাঁকে নিন্দা করেছেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক অসন্তোষের জন্য অনেক ইংরেজ ইংরেজী শিক্ষাকে দায়ী করে অন্যায়ভাবে মেকলকে নিন্দা করেছেন।

একটু বিশেষভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, অতি নিন্দা বা অতি প্রশংসা কোনটাই তাঁর প্রাপ্য নয়। ভারতের পুনরুজ্জীবনের পথপ্রদর্শক বলে মেকলেকে অভিনন্দিত করলে অতিশয়োক্তি করা হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি গ্রহণ ব্যাপারে মেকলে এদেশে আসবার আগে থেকেই ভারতের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের দাবী জানিয়েছিলেন। অর্থ ও মান দুয়ের জন্যই যে ইংরাজী শিক্ষার উপযোগিতা আছে একথা এদেশের লোক বুঝতে পেরেছিল। মেকলে কেবলমাত্র সমসাময়িক চিন্তাধারার স্রোতটিকে বিপুল বেগে প্রবাহিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। শিক্ষাসভায় (G.C.P.)। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধ মেকলে এদেশে আসবার বহু পূর্বে থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৮ খৃঃ থেকে ক্রমাগত এদেশে ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রর্বতনের সিদ্ধান্ত গ্রহনের ভার ছিল বড়লাটের উপর। মেকলে তাঁর সবল উক্তির

গ্রহণ না করতেন তাহলে তাঁর মতামত সরকারী নীতি রূপে গৃহীত হবার প্রশ্নই উঠত না। মেকলে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে বেন্টিঙ্কের কাজের সহায়তা করেছিলেন মাত্র। সময়ের গতি যেভাবে চলছিল তা থেকে বলা যায় যে, মেকলে না থাকলেও এই সিদ্ধান্ত দুদিন আগে বা পরে গৃহীত হতো। তিনি দ্বিধাহীন বক্তব্য উপস্থাপন করে অবশ্যম্ভাবীতাকে ত্বরান্বিত করেছেন মাত্র।

মেকলে একজন আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোন মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হননি। তিনি নিজের বিশ্বাসমত মতবাদ পরিবেশন করেছেন। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যম করার পিছনে তাঁর কোন অসৎ মনোভাব ছিল না।

শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত, তখন পর্যন্ত এ দাবীতে কেউ সোচ্চার হয়নি। জাতীয় শিক্ষার কথাও কেউ উপস্থাপিত করেননি। তখন যদি কেউ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার দাবী করতেন তাহলে মেকলে হয়ত সে দাবীর বিরুদ্ধে যেতেন না। কারণ তাঁর বক্তব্যের মধ্যেই তা প্রমানিত হয়। 'We conceive the formation of a vernacular Literature to be the ultimate object to which all our efforts must be directed.' তাছাড়া মাতৃভাষা তখন অত্যন্ত দুর্বল ছিল। পরবর্তীকালে অনেক শিক্ষাবিদ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলেও কার্যক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে সমর্থ হননি। কারণ তখনও পর্যন্ত ভারতীয় ভাষাগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পারেনি।

ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম করে ভারতবর্ষে নিরক্ষরতার পথই তিনি প্রশস্ত করেছিলেন। লর্ড কার্জনের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকও বলেছিলেন যে ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম করার ফলে ভারতবর্ষে জনশিক্ষার গতি অত্যন্ত পিছিয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইংরেজ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক James মেকলের যুক্তিগুলি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'His pronouncements are too glib, too confident, too unqualified and sometimes against good taste.'

ভারতবাসীর জীবনে ইংরাজী শিক্ষা বিজাতীয় ফলপ্রসূ হয়েছিল, ব্যক্তি ও জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা মাতৃভাষার পরিণতির পথ বহু দিনের জন্য বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। মেকলের সর্বাপেক্ষা বেশী দোষ হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাজনিত অশ্রদ্ধেয় উক্তি করা।

আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা পৃথিবার যে কোন দেশের তুলনায় ভয়াবহরূপে বেড়ে গেছে।

উডের ডেসপ্যাচ, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ
Wood's Despatch

"১৮৫৪ সালে 'শিক্ষা ডেসপ্যাচ' ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের শীর্ষবিন্দু, এর আগে শিক্ষার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে এখানে তার পরিসমাপ্তি, আর এরপরে যা ঘটেছে এটা তার উৎস" -

বিষয় সংকেত ঃ ডেসপ্যাচে প্রকাশিত শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য - শিক্ষার বিষয়বস্তু - শিক্ষার মাধ্যম-প্রধান সুপারিশ সমূহ ঃ (১) শিক্ষা বিভাগ স্থাপন, (২) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, (৩) প্রাথমিক শিক্ষা, (৪) অনুদান, (৫) শিক্ষক শিক্ষণ, (৬) নারী শিক্ষা, (৭) বৃত্তিশিক্ষা, (৮) ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা, (৯) মুসলিম শিক্ষা, (১০) মূল্যায়ন ঃ ডালহৌসী, ঐতিহাসিক জেমস্, রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্য ও প্রশংসা, (১১) গুরুত্ব ও অবদান, (১২) ত্রুটি, (১৩) ভবিষ্যতের উপর প্রভাব।

ভূমিকা ঃ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইনের পর থেকে ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার গতি, প্রকৃতি ও পদ্ধতি নিয়ে নানা সমস্যা, মতবাদ ও পরীক্ষ নিরীক্ষা চলছিল। এর প্রায় চল্লিশ বছর বাদে শিক্ষার ঐসব বিভিন্ন শিক্ষানীতির মূল

ও কার্যকারিতা বিচার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নূতন করে নেওয়ার সময় আসে। তখন লর্ডস কমিটির সামনে কোম্পানীর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে অভিযোগ আসে। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষানীতির পরিবর্তে এক কেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, সেজন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সনদ নবীকরণ করার সময় কোম্পানী ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় আনুপূর্বিক তথ্যানুসন্ধানের নির্দেশ দেন। এর ফলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুদীর্ঘ শিক্ষা নির্দেশ (Education Despatch) প্রকাশিত হয়। (Board Control - এর সভাপতি উড সাহেবের নামে এই মূল্যবান শিক্ষা নির্দেশে রচিত হয়েছিল বলেই তা 'উডের ডেসপ্যাচ' (Wood's Despatch) নামে ইতিহাসে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে একে শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগ নির্দেশক চিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে শিক্ষা সংক্রান্ত যত ডেসপ্যাচ এতদিন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে এটি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা, হয় সব কিছুর মূলে উডের ডেসপ্যাচের কিছু না কিছু প্রভাব ছিল। 'The Despatch of 1854 is thus the climax in the History of Indian Education. What goes before leads upto it, what follows flows from it "-James. বিগত একশ বছরেরও উপর এদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে তার ভিত্তি রচনা করেছিল এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ দলিলখানি।

● **শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ঃ** এই দলিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছিল-(ক) ভারতের শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান সম্প্রসারিত করা। (খ) এই পাশ্চাত্য জ্ঞান হবে ভারতবাসীর পক্ষে নৈতিক ও জাগতিক আশীর্বাদস্বরূপ, (গ) এ শিক্ষায় ভারতবাসীদের বুদ্ধি ও চরিত্রের উন্নতি হবে। (ঘ) এ শিক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ও দক্ষ সরকারী কর্মচারী তৈরী করবে, (ঙ) পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর শ্রম এবং পুঁজি বিনিয়োগের ফলাফল বুঝবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সুফল অনুধাবন করতে সমর্থ হবে, (চ) ইংলণ্ডের শিল্প বাণিজ্যে কাঁচা মালের সরবরাহ অব্যাহত রাখা ও ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা প্রভৃতি সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক লক্ষ্য। ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষা পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। ভারতীয়গণের সাহায্যেই ভারতের কাঁচামাল ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে সেখানকার শিল্পগুলিকে সমৃদ্ধ করে তোলা, ইংলণ্ডের পণ্য ভারতের বাজারে বিক্রয়ের সাহায্যে ভারতীয়গণকে উপযুক্তভাবে শোষণ করার ব্যবস্থা পাকা করা আর ইউরোপের সরকারী ও সওদাগরী অফিসে কেরাণীর যোগান অব্যাহত রাখা হল ডেসপ্যাচের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধানতম লক্ষ্য।

● **শিক্ষার বিষয়বস্তু ঃ** উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসাবে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, প্রভৃতি কলাবিদ্যার এবং আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বৃত্তি

শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

● **শিক্ষার মাধ্যম :** ঔপনিবেশিক স্বার্থে, আইন আদালত ও ব্যবসা বাণিজ্যে এবং কেরাণী তৈরীর শিক্ষায় ইংরাজী ভাষার কথাই বলা হয়েছিল। ভারতে সুষম শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত করতে হলে ইংরাজী ভাষা ও ভারতীয় ভাষার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সম্ভব। ভারতীয় ভাষার দাবীকে উডের ডেসপ্যাচে স্পষ্টই মেনে নেওয়া হয়েছিল। মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নির্দেশ ডেসপ্যাচে ছিল। কিন্তু শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই মুল্যবান নির্দেশটি সে সময় সম্পূর্ণ অবহেলা করেছিলেন।

☐ **(১) প্রধান সুপারিশগুলি (Main Recommendations) :** (১) শিক্ষা বিভাগ স্থাপনে ডেসপ্যাচের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল যে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব-এই পাঁচটি স্থানে একটি করে পৃথক শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করা হবে এবং এই বিভাগের প্রধান হবেন জনশিক্ষা আধিকারিক (Director or Public Instruction) । সংক্ষেপে ডি. পি. আই। তাঁর অধীনে থাকবে কতিপয় বিদ্যালয় পরিদর্শক (Inspector of Schools)। তাঁরা বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করে শিক্ষক ও পরিচালক বর্গকে পরামর্শ দিবেন ও সরকারের নিকট বাৎসরিক বিবৃতি পেশ করবেন।

☐ **(২) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-** উডের ডেসপ্যাচে ভারতীয়গণের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক ও উল্লেখ যোগ্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ। উড সাহেব কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করে মোট তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব একজন চান্সেলর, একজন ভাইস-চান্সেলর ও কতিপয় সরকার মনোনীত সদস্যের দ্বারা গঠিত সিনেটের উপর ন্যস্ত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক স্তরে (Honours course) পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়। অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করার কথাও বলা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের উপযোগী পাঠ্যক্রম রচনা, পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় ব্যবস্থা, সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা প্রভৃতি দানের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা, পরীক্ষার ব্যবস্থাদি করা ও সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতেই রাখার কথা বলা হয়।

☐ **(৩) প্রাথমিক শিক্ষা :** উডের ডেসপ্যাচর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছিল প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে। মেকলের আমলে চুঁইয়ে পড়ার নীতি বাতিল করে দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সরকারীভাবে স্বীকার করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রথমিক শিক্ষা স্তরে মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য জীবন উপযোগী ও প্রয়োগোপযোগী শিক্ষা চালু করার কথা বলা হয়।

☐ **(৪) অনুদান (Grant-in-aid) :** উড সাহেব জনশিক্ষার গতি দ্রুত করার জন্য অনুদান ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেন। বেসরকারী

বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে সরকারী অনুদান দেওয়ার কথা বলা হয়। তবে যে সকল-বেসরকারী বিদ্যালয় সরকারী অনুদান চাইবে তাদের বিদ্যালয় পরিচালন, ঘর, বাড়ী, ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষাদানের উপকরণ প্রভৃতি বিষয়ে সরকারী শর্তপালন করতে হবে। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে আংশিকভাবে কিছু আর্থিক অনুদান দিয়ে পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার পরামর্শ দেওয়া হয়। নির্দেশে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনুদান ব্যবস্থাকে একটি প্রগতিশীল ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

❐ **(৫) শিক্ষক শিক্ষণ ঃ** শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপরেও ডেসপ্যাচে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সুপারিশ করা হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দানের সুপারিশ করা হয়। শিক্ষকতাকে অন্যান্য চাকুরীর মত আকর্ষণীয় করে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়।

❐ **(৬) নারী শিক্ষা ঃ** নারী শিক্ষার দ্রুত বিস্তার সম্বন্ধেও ডেসপ্যাচে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ডেসপ্যাচে বালিকাদের শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের সুপারিশ করা হয়। এই বিদ্যালয়ে পাঠ্যসুচী বালক বিদ্যালয় হতে পৃথক হবে। Grant-in-aid প্রথার সাহায্যে নারী শিক্ষা বিস্তার ঘটাতে হবে।

❐ **(৭) বৃত্তি শিক্ষা ঃ** ডেসপ্যাচে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়। সুশিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রকেই কর্মপ্রাপ্তির যথেষ্ট সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করতে হবে। বৃত্তি ও শিল্প শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা করার কথাও বলা হয়েছে। আইন, চিকিৎসা, কারিগরীবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা বলা হয়।

❐ **(৮) ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ঃ** ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে যে তার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকলেও ভারতের মত বহু ধর্ম প্রচলিত দেশে কোনও বিশেষ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। সরকারী সাহায্য দান নীতিতেও ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে লৌকিক শিক্ষার উৎকর্ষ বিচারের উপর স্থাপিত করা হয়েছে। শিক্ষায় ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হয়। সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষাই চলবে। কিন্তু বেসরকারী বিদ্যালয়ে নিজ দায়িত্বে ধর্মীয় শিক্ষা দিলেও তা আসলে মানা হবে না।

❐ **(৯) মুসলিম শিক্ষা ঃ** উড সাহেব অনুভব করেছিলেন যে ভারতবর্ষে জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের স্থান অবহেলার নয়। অতএব মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। মুসলিমদের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে এবং সরকারী অনুদান দেওয়ারও ব্যবস্থা করতে হবে।

উডের ডেসপ্যাচের মূল্যায়ন ঃ উডের ডেসপ্যাচ ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। "Wood's Education Despatch is a document of immense historical importance" এই ডেসপ্যাচেই আধুনিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত রূপ প্রথম পাওয়া যায়। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা

ব্যবস্থাতে ডেসপ্যাচের সুপারিশগুলির কিছু কিছু এখনও কার্যকরী আছে। সমসাময়িককের মধ্যে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডালহৌসি ডেসপ্যাচের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "The Despatch contained a scheme of education for the whole of India far small wider and more comprehensive than anything the Local of Supreme Government could have ever ventured to suggest."

শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত এই শিক্ষা পরিকল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত। এই ডেসপ্যাচেই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ও পৃথক শিক্ষা দপ্তর স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ডেসপ্যাচেই ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মাতৃভাষা চর্চা, প্রাথমিক শিক্ষা, লোক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই ডেসপ্যাচটি একদিকে যেমন বহু সঞ্চিত সমস্যার সমাধান করেছে তেমন অন্যদিকে বহু প্রশ্নের উদ্রেক করেছে।

ঐতিহাসিক জেম্‌স্ বলেছেন, "The Despatch of 1854 is thus the climax in the hisotry of Indian education. What goes before leads upto it, what follows flows from it". অর্থাৎ ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এর আগে যা ঘটেছে, উডের ডেসপ্যাচে তা পরিণতি লাভ করেছে, পরে যা হয়েছে তার উৎসও এখানে। পরবর্তী যুগেও অনেক শিক্ষাবিদ উড সাহেবের ডেসপ্যাচের প্রশংসা করে গেছেন।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের ন্যায় ব্যক্তিও ডেসপ্যাচের প্রশংসা করে বলেছেন, "It set forth a scheme of education far wider and more comprehensive than any one which had been suggested so far. It laid down that the study of Indian languages was to be encouraged and that the English language should be taught whenever there was a demand for it and that both the English language and Indian languages were to be regarded as the media for the diffusion of European knowledge."

ঐতিহাসিক জেম্‌স এই ডেসপ্যাচকে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র রচনায় ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta)-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। "It was the Magna Carta of English education in India." কিন্তু এ ডেসপ্যাচ এত প্রশংসা দাবী করতে পারে না। ম্যাগনাকার্টা অধিকারের দলিল। ইংল্যাণ্ডে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা রচনায় ম্যাগনাকার্টার এক বিশিষ্ট অবদান আছে। কিন্তু উডের ডেসপ্যাচ ভারতবাসীর শিক্ষার অধিকারের দলিল নয়। ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রশাসনে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রবর্তনের জন্য কোন সুপারিশই ডেসপ্যাচে করা হয়নি। ডেসপ্যাচে যে শিক্ষা প্রশাসনের কথা বলা হয়েছে সেটা কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা, মোটেই গণতন্ত্র সম্মত নয়।

...পৃথক রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি সুপারিশগুলিকে নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে শিক্ষা সংকোচনের চেষ্টা বলে বর্ণনা করেন।

কার্জনের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব, ১৯০৪ খৃঃ
(Govt. Resolution of Educational Policy, 1904)

লর্ড কার্জন তাঁর শিক্ষানীতিগুলি একটি সরকারী প্রস্তাবের আকারে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১১ মার্চ প্রকাশিত করেন। এটি একটি ঐতিহাসিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাব। প্রকাশিত শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবটিতে তাঁর শিক্ষানীতি পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এতে প্রথমে শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দোষ ত্রুটির কথা বর্ণিত আছে।

ক) এই শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে ভারতবর্ষের শিক্ষার একটি ইতিহাস বিবৃত আছে।

খ) এই প্রস্তাবে তৎকালীন শিক্ষা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে পাঁচটি গ্রামের মধ্যে চারটিতে কোন স্কুল নেই। প্রতি চারজন বালকের মধ্যে তিনজন বিনা শিক্ষায় বড় হয় এবং ৪০ জন বালিকার মধ্যে মাত্র একজন স্কুলে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। "Four out of five villages are without a school. Three boys out of four grow up without any education and only one girl out of forty attends any kind of school."

গ) বিগত কুড়ি বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও সে প্রগতি সমগ্র দেশবাসীকে স্পর্শ করতে পারেনি। উচ্চশিক্ষা লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে কোন রকমে সরকারী চাকুরী লাভ।

ঘ) পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে প্রকৃত শিক্ষা অবহেলিত হচ্ছিল।

ঙ) সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতির অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়।

চ) ব্যবহারিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

ছ) ইংরাজী ভাষা শিক্ষার অত্যুগ্র আগ্রহের ফলে জাতীয় ভাষাগুলির প্রতি অবহেলা প্রভৃতি বিষয়েও এই প্রস্তাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

জ) উচ্চস্তরে গবেষণার কাজ অবহেলিত হচ্ছিল। শিক্ষা ছিল পুঁথিগত। এই প্রস্তাবটিতে প্রাথমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাধারা সম্পর্কে বহু মূল্যবান নির্দেশ লিপিবদ্ধ আছে।

মূল্যবান নির্দেশ — এই প্রস্তাবে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচের এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের মূলনীতিগুলিকে সমর্থন করা হয়েছে।

১) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন কর্তৃপক্ষগুলির কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

২) এ প্রস্তাবে অভিমত প্রদান করা হয় যে, উপযুক্ত সহযোগিতা ও তত্বাবধানের মাধ্যমেই শিক্ষাদানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাঁরা শুধু শিক্ষার ফলাফলই দেখবেন না, শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কেও উপদেশ দিবেন।

৩) কারিগরী শিক্ষার অবহেলিত ক্ষেত্রটি সম্বন্ধে এই দলিলে সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট কার্যকর নির্দেশ দেওয়া হয়।

৪) এই প্রস্তাবপত্রে দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহারিক শিক্ষা দিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়।

৫) এই শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সুপারিশ করা হয়েছিল।

৬) এই শিক্ষাপত্রে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে আয়োজন করবার সুপারিশ করা হয়েছিল।

৭) শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও অধিক সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় সংগঠনের প্রস্তাব এই শিক্ষাপত্রে করা হয়।

৮) এই শিক্ষাপত্রে মেয়েদের জন্য অধিক সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অধিক সংখ্যক পরদর্শিকা নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

☐ **ত্রুটি** – ইংরাজীকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার ও প্রাচ্য বিদ্যা সম্পর্কে অর্থপূর্ণ নীরবতা এই মূল্যবান শিক্ষা প্রস্তাবের প্রধান ত্রুটি।

☐ **মূল্যায়ন** ঃ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় লর্ড কার্জনের এই শিক্ষা প্রস্তাবটি তথ্য ও পরামর্শে সুসমৃদ্ধ। এটি ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে লর্ড কার্জনের অসাধারণ শিক্ষা সংস্কারের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

☐**মাধ্যমিক শিক্ষা নীতি** – এই প্রস্তাবে লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, মাধ্যমিক শিক্ষার উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

১) মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেও কার্জন শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কার্জন বুঝেছিলেন যে বিদ্যালয় স্তরে নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর হলে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা অনেক কম হবে। সে জন্য প্রস্তাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন দানের নিয়ম কঠিনতম করতে বলা হয়।

২) তিনি নিয়ম করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী অনুমোদন না পেলে কোন বিদ্যালয় স্বীকৃত বিদ্যালয় হিসাবে গণ্য হবে না।

৩) বিদ্যালয়গুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন নিয়ম মেনে চলতে হবে।

৪) কেবলমাত্র স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলিই প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্র প্রেরণ করতে পারবে।

৫) সরকারি স্বীকৃতি না থাকলে বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে না।

৬) বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী পরিদর্শন চালু থাকবে।

৭) পাঠ্যক্রমে বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করে বহুমুখী পাঠ্যক্রমে প্রবর্তন করতে বলা হয়।

☐ **কার্জনের মাধ্যমিক শিক্ষানীতির কয়েকটি ভাল দিকও ছিল, যথা** - ক) মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার আবশ্যিক অনুশীলন, খ) সরাসরি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শেখার ব্যবস্থা, (গ) বিজ্ঞান শিক্ষা, (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা এবং (ঙ) 'বি কোর্সের' উপর গুরুত্ব দান প্রভৃতি।

☐ **প্রাথমিক শিক্ষানীতি** – লর্ড কার্জন ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারে যে নীতি গ্রহণ করেন, তার মধ্যে তাঁর বিচক্ষণতা বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্তরে তিনি শিক্ষার সংখ্যাগত সম্প্রসারণ (Quantitative expansion) ও গুণগত মানোন্নয়ন (Qualitative improvement) উভয় প্রকার নীতি গ্রহণ করেন। ভারতে সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রথম স্বীকার করা হয় – প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তার সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। "The active extension of primary education is one of the most importatnt duties of the state."

ক) প্রাথমিক শিক্ষায় তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন।

খ) প্রাদেশিক সরকার ও জেলা বোর্ডকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আরো অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করতে নির্দেশ দেন।

গ) প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন করা হয়। পাঠ্যক্রম হবে সহজ ও সরল এবং স্থানীয় জীবন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । শরীর শিক্ষা, প্রকৃতি পাঠ ও কৃষিশিক্ষা এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হয়।

ঘ) প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতার মান বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষক শিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতার মান বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষক শিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়।

ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকে নিয়ে সরকারী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত করেন।

চ) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পল্লীর প্রয়োজনের দিকে চেয়ে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার নির্দেশ বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক। প্রস্তাবে পল্লীর শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, "The aim of the rural school should be, not to impart definite agricultural training but to give the children preliminary training which will make them intelligent cultivators."

নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Renaissance)

● **(১) ধর্মের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ ঃ** ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ দেখা দেয় তার সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিবাদ। যুক্তির ভিত্তিতে ধর্ম তত্ত্বকে নূতন করে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা দেয়। কুসংস্কারের আবর্জনা থেকে হিন্দু ধর্মের মূল নীতিগুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা হয়। যুক্তিবাদের প্রভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। একেশ্বরবাদ প্রচারের ফলে বর্ণভেদ ও বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। কুসংস্কারের প্রভাবে গঙ্গাবক্ষে শিশু বিসর্জন, সহমরণ, পর্দাপ্রথা, বাল্য ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে মতাদর্শ গড়ে উঠতে শুরু করে।

● **(২) বিজ্ঞান চেতনা ঃ** যুক্তিবাদের সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছিল তা হল, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ। মনগড়া ধারণা অপেক্ষা তথ্য প্রমাণ ভিত্তিক ধারণা শিক্ষিত মনের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। জীবন চেতনার প্রভাবে জীবনবোধকেও নূতনভাবে বিচার করা হয়।

● **(৩) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন ঃ** বাঙালী ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিল। জ্ঞানের প্রয়োগশীলতাব উপর গুরুত্ব দিতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেজন্য প্রাচীন মূল্যবান জ্ঞান সম্পদকে বর্জন করতে হবে এমন কথা নয়। প্রাচ্যের যা কিছু মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদ তা গ্রহণ করে তার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যা কিছু মূল্যবান সম্পদ তা গ্রহণ করে উভয় সংস্কৃতির মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনই নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

● **(৪) মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ঃ** নবজাগরণের ফলে প্রাচীন সাহিত্যে নব মূল্যায়ন শুরু হয়। দৈব প্রধান কিংবা ভক্তি প্রধান পদ্যের বদলে তৈরী হল গদ্য সাহিত্য। এখন সাহিত্যের নায়ক হল মানুষ — আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন মানুষ। বাস্তবতাভিত্তিক দেশীয় গদ্যের চর্চা, দৈব বাদ দিয়ে মানুষের কথা নিয়ে সাহিত্যের নব রূপায়ণ সাহিত্য চর্চায় পাশ্চাত্য রীতি কৌশল প্রয়োগ নবজাগরণের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

● **(৫) স্ত্রী স্বাধীনতা ও নারীমুক্তি ঃ** নবজাগরণের ফলে নারী মুক্তির স্বপক্ষে মতাদর্শ গড়ে উঠে। স্ত্রী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তির আন্দোলন সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাবে নারীর ব্যক্তি সত্তাকেও স্বীকার করা হয়।

● **(৬) ব্যক্তি স্বাধীনতা ঃ** ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চেতনা সৃষ্টি হয়।

● **(৭) সামাজিক পরিবর্তন ঃ** ঊনবিংশ শতকে সমাজ জীবনে সঞ্চারিত হয়

এক নূতন গতি। সমাজ জীবনে এল এক নূতন নীতি বোধ। এল এক বিরাট পরিবর্তন। সুদীর্ঘকালের কূপমন্ডুকতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বদ্ধজীবন থেকে বাঙালী মুক্তিলাভ করে। চিরাচরিত সামাজিক স্তরভেদ ভেঙ্গে সমাজ জীবনে নূতন উত্থান শুরু হয়। সামাজিক ব্যভিচার, অন্ধ আচার অনুষ্ঠান, কুসংস্কার বর্ণভেদ এবং বর্ণের ভিত্তিতে নানা অবিচার প্রভৃতির ফলে ভারতে এবং বাংলা দেশের সমাজে যে স্থবিরতা এসেছিল তা থেকে মানুষ মুক্তিলাভ করল।

● **(৮) বিশ্ব মানবতাবাদ ঃ** ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নূতন ভাবাদর্শ সৃষ্টি হয়, তার ফলেই সৃষ্টি হল আধুনিক জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ ও বিশ্বমানবতাবাদ। বিশ্বমানবতাবাদের প্রভাবে পৃথিবীর মানুষ স্বাধীনতা - পরাধীনতা, যুদ্ধ ও শান্তি, জয় পরাজয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক প্রভৃতি সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ বোধ করে। এভাবেই ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রথম ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হল।

● **(৯) পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তার ব্যবহারিক সুফলের প্রতি আস্থা ঃ** সমাজ জীবনে আলোড়নের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আত্মসচেতনতা ও আত্মসমীক্ষার সুযোগ ঘটে। বলিষ্ঠ সমাজ গড়ার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। নবজাগরণের নেতৃবৃন্দ আধুনিক ভারত গড়ার জন্য ইংরেজী শিক্ষার দাবী জানায়। এর অর্থ ইংরেজের কাছে দাসত্ব গ্রহণ করা কিংবা তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করা নয়। এর দ্বারা আধুনিক চিন্তা ভাবনা ও আত্মচেতনার প্রকাশই বোঝায়। উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষা প্রয়াসকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে।

□ **নবজাগরণের প্রকৃতি (Nature of Renaissance) ঃ** নবজাগরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে বর্তমানকালে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

(১) কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ ও বৈষ্ণব আন্দোলন যে ধরণের সামাজিক পরিবর্তন এনেছিল তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ আনতে পারেনি।

(২) একথা অনস্বীকার্য যে ঊনবিংশ শতকের আন্দোলনে যারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত।

(৩) এই আন্দোলন বাংলার সমাজ জীবনে কোন আমূল পরিবর্তন আনতে পারে নি, সমগ্র সমাজ জীবনকে নাড়া দিতে পারে নি।

(৪) এই আন্দোলনের ফলে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনও তেমন কিছু ঘটেনি। তাই একে নবজাগরণ নামে আখ্যায় ভূষিত করা যায় না।

(৫) অনেকে আবার এই আন্দোলনকে 'জাগরণ', 'নবজন্ম', 'নবযুগ' প্রভৃতি নামেও চিহ্নিত করে থাকেন।

(৬) ঊনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণ নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি।

(৭) কেবলমাত্র ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে নবজাগরণ হয়েছিল এরূপ মন্তব্যও সর্ববাদীসম্মত নয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই বাংলার জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটছিল, যার ফলে এক দিন না একদিন সামাজিক বিপ্লব বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসত। তবে ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র।

(৮) এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রাচ্যের অতীত গৌরবকে যেমন মর্যাদা দিয়েছেন তেমনি পাশ্চাত্যের নূতন ভাবধারাকেও গ্রহণ করেছেন। প্রাচ্যের ঐতিহ্যশালী সম্পদের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পদের মিলন ঘটিয়ে এক সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

(৯) এই আন্দোলন ছিল সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী আন্দোলন। শতাব্দীর প্রথমভাগে নেতৃত্ব করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আর শেষ ভাগে রবীন্দ্রনাথ।

(১০) বাংলার নবজাগরণে প্রাচীনপন্থী, নবীনপন্থী ও উভয়ের সমন্বয় - এই তিন ধারার স্বাভাবিক অস্তিত্ব ছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রভাব ও অবদান
Effects and Contribution of Renaissance to education

জাতীয় জীবনের এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে বাংলাদেশের নবজাগরণ সর্বক্ষেত্রে এক গভীর ও সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের বাণী বহন করে এনেছিল। কোন একক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এই নবজাগরণ ঘটেনি বা কোন একটি ঘটনা বা কোন একটি ভাবাদর্শ নবজাগরণের একমাত্র কারণ হতে পারে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নানা ঘটনা প্রবাহ, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতাদর্শ এবং দৃঢ়চেতা ও সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় বাঙালী ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। বহুদিনের জড়তা, চিন্তাহীনতা, অন্ধবিশ্বাস, সংকীর্ণতা, কুসংস্কারের বেড়াজালকে ছিন্ন করে মানবতাবাদ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক নূতন পথে যাত্রা শুরু করল।

শিক্ষাক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রত্যক্ষ ফল (Direct effects) হিসাবে বলা যায় যে —

১) বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার অনুশীলন হয়, নূতন চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে গদ্য ভাষার প্রবর্তন হয়।

২) পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক কারিগরি শিক্ষা লাভের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৩) ধর্মের যুক্তিশীল ব্যাখ্যা ও ধর্মের ক্ষেত্রে একেশ্বরবাদের প্রচলন হয়।

(৪) সংবাদ পত্রের প্রকাশ ও স্বাধীনতার চেতনা সৃষ্টি হয়।

৫) স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটে।

৬) ব্যক্তি স্বাধীনতাবোধের উন্মেষ হয়।

৭) জাতীয়তাবোধের বিকাশ ও দেশপ্রেমের উদ্বোধন হয়।

৮) শিক্ষা রাজ্যের ভাবমন্ডলে এই নূতন চেতনা সঞ্চারিত হওয়ার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার চর্চ্চা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ হয়। রক্ষণশীল ব্যক্তিগণও ইংরাজী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

৯) মানবিক সাহিত্য সৃষ্টি হয়, উপন্যাস ও গীতি কবিতার শুরু হয়।

১০) ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা ভাবনা দেখা দেয়।

১১) কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে বাঙালী মুক্তি লাভের জন্য সচেষ্ট হয়, ধর্মান্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে চায়।

১২) ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুবাদের মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ পায়।

১৩) রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরও অনেকের মধ্য দিয়ে নবজাগরণ মূর্ত হয়ে উঠে।

১৪) সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠে।

❐ **সীমাবদ্ধতা (Limitation) ঃ** (১) নবজাগরণের প্রভাব কেবলমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। (২) বৃহত্তর জনমানসের কাছে বিস্তার লাভ করতে পারে নি। (৩) নবজাগরণের ফলে অশিক্ষিত জনজীবন থেকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা দূর করা যায় নি। (৪) জনশিক্ষার চেতনা বিংশ শতকের আগে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করতে পারে নি।

নবজাগরণের আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধতার কথা মেনে নিলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে নবজাগরণের প্রভাবেই বাঙালীর জীবনে আধুনিকতার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। জীবনের নূতন গতিপথের সন্ধান মিলেছিল। প্রাচ্যের সর্বোত্তম ঐতিহ্যের সাথে পাশ্চাত্যের সর্বোত্তম ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।